দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ ..09 OCT..1986..
পৃষ্ঠা ... 7 ... কলাম ... 7 ...

ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

013

দৈনিক ইনকিলাব

সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষার পথে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি

সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা বর্তমান সরকারের অন্যতম মূল লক্ষ্য। দ্বিতীয় পাঁচসালা পরিকল্পনা আমলে দেশে প্রাথমিক শিক্ষা বিস্তারের জন্য ২শ' ১০ কোটি টাকা ব্যয় করা হয়েছিল। ১৯৮৫-৮৬ অর্থ বছর থেকে সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা প্রকল্প চালু করা হয়। এই প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য ৫১২.৬৮ কোটি টাকা নির্দিষ্ট করে রাখা হয়েছে। প্রেসিডেন্ট এরশাদের সরকার প্রথম শ্রেণী থেকে পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক বিতরণের ব্যবস্থাও প্রবর্তন করেছেন।

শিক্ষাখাত জাতীয় উন্নয়নের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রগুলোর একটি। এ খাতকে যথাযোগ্য অগ্রাধিকার দেয়া হয়েছে। ১৯৮৪-৮৫ অর্থ বছরে প্রেসিডেন্ট এরশাদের সরকার শিক্ষার জন্য ৫শ' ৩০ কোটি টাকা বরাদ্দ করেন। ১৯৮১-৮২ সালে শিক্ষার জন্য বরাদ্দের পরিমাণ ছিল মাত্র ২শ' ৯০ কোটি টাকা।

ছাত্র-ছাত্রী ভর্তির সংখ্যা ১৯৮১-৮২ সালের ১.১২ কোটি থেকে ১৯৮৫-৮৬ সালে ১.২৫ কোটিতে বৃদ্ধি পায়। গত অর্থ বছরে শিক্ষার জন্য বাজেট বরাদ্দ ৬শ' ৯৭ কোটি টাকায় উন্নীত হয়। তৃতীয় পাঁচসালা পরিকল্পনা আমলে শিক্ষার উন্নয়নে ১১শ' ৭০ কোটি টাকা ব্যয় করা হবে। আশা করা যাচ্ছে যে, তৃতীয় পাঁচসালা পরিকল্পনার শেষ নাগাদ প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহে তালিকাভুক্ত ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা শতকরা ৭০ জনে উন্নীত হবে। প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তির বর্তমান শতকরা হার ৬০।

দ্বিতীয় পাঁচসালা পরিকল্পনায় সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষাকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দেয়া হয়। এই লক্ষ্য বিবেচনায় রেখে শিক্ষাখাতে মোট ব্যয়-বরাদ্দের শতকরা ৪৭ ভাগ এই কর্মসূচীর জন্য নির্দিষ্ট করা হয়। সর্বমোট বরাদ্দকৃত ৭শ' ৭ কোটি টাকার মধ্যে দ্বিতীয় পাঁচসালা পরিকল্পনায় প্রাথমিক শিক্ষার জন্য নির্দিষ্ট টাকার পরিমাণ ছিল ৩শ' ৩১ কোটি অর্থাৎ মোট ব্যয় বরাদ্দের প্রায় শতকরা ৪৬.৯ ভাগ।

দ্বিতীয় পরিকল্পনায় প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা ১৯৭৯-৮০ সালের ৮২.৮৬ লাখ থেকে ১৯৮৪-৮৫ সালে ১শ' ৩০ লাখে বৃদ্ধি পাবে বলে ধরা হয়েছিল। বিদ্যালয় ভবন উন্নয়ন, শ্রেণীকক্ষ সম্প্রসারণ, পানি সরবরাহের মতো প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাদি উন্নয়ন, পাঠ্যপুস্তক বিতরণ এবং শিক্ষক প্রশিক্ষণ প্রভৃতি বাস্তব সুযোগ-সুবিধা উন্নয়নের উপরই কর্মসূচীতে গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছিল। অর্জিত সাফল্যের মধ্যে ছিল ৯ হাজার ৬শ' ৬টি বিদ্যালয়ের সংস্কার সাধন ও পুনঃনির্মাণ, ১১ হাজার ২শ' ৪৭টি শ্রেণীকক্ষ নির্মাণ, ৩.২৮ লাখ জোড়া বেঞ্চ সরবরাহ, ৬ হাজার ২শ' ৪২টি নলকূপ খনন এবং ৫ হাজার ৭শ' ৪৫টি টয়লেট নির্মাণ।

ছাত্র-ছাত্রীদের উৎসাহ দেয়ার জন্য তাদের বিনামূল্যে ২শ' ৩১.৩০ লাখ সেট বই এবং ৩৫ লাখ সেট ইউনিফরম প্রদান করা হয়েছিল।

শিক্ষা ও পরিদর্শক প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে দ্বিতীয় পাঁচসালা পরিকল্পনা-আমলে নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রার চাইতে শতকরা ২শ' ৭২ ভাগ বেশী সাফল্য অর্জিত হয়েছিল। পরিকল্পনার লক্ষ্যমাত্রা ছিল ৫৬ হাজার ৬শ' ১৭ জন আর প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছিল ২ লাখ ১০ হাজার ৫শ' জনকে।

প্রাথমিক শিক্ষা প্রশাসন জোরদার করার জন্য একটি প্রাথমিক শিক্ষা পরিদফতর স্থাপন করা হয় এবং ১ হাজার ৮শ' ৩৪ জন সহকারী উপজেলা শিক্ষা অফিসার নিয়োগ করা হয়। সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা কর্মসূচীর সুষ্ঠু বাস্তবায়নের জন্য প্রশাসনিক ও ব্যবস্থাপনা দায়-দায়িত্ব বিকেন্দ্রীকরণ করে উপজেলা পর্যায়ে নিয়ে যাওয়া হয়।

প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা শতকরা প্রায় ১০ ভাগ বৃদ্ধি পায়। এতে আপাততঃ বিদ্যালয় ও ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যার মধ্যে একটা পারস্পরিক সম্পর্ক দেখা যায়।

প্রেসিডেন্ট এইচ এম এরশাদ তাঁর শাসনকালের প্রথমদিকে দেশে সাক্ষরতা বৃদ্ধির জন্য একটি আন্দোলনের প্রয়োজনীয়তার উপর গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন। অতীত ব্যর্থতার আলোকে এখন এতে কৌশলগত পরিবর্তন আনা হয়েছে। ১৯৮৭ সাল নাগাদ ৬ বছর বয়সের ছেলে-মেয়েদের অন্ততঃ শতকরা ৬০ জনকে শিক্ষার আওতায় আনার জন্যই এই কৌশলগত পরিবর্তনের প্রয়োজন দেখা দেয়।

প্রেসিডেন্ট এইচ এম এরশাদ ও তাঁর সরকার প্রাথমিক বিদ্যালয় শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রীদের সমস্যা সম্পর্কে গভীর আগ্রহ প্রকাশ করেছেন এবং তাদের চাকরির শর্তাবলী ও অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নয়নের জন্য সুনির্দিষ্ট পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে। এখন তাদের কর্তব্য এসব পদক্ষেপের সাথে ছাত্র-ছাত্রীদের উপযুক্ত শিক্ষায় শিক্ষিত করে তোলার জন্য তাদের প্রয়াসের সমন্বয় সাধন করা। নতুন শিক্ষা সংস্কার অনুযায়ী প্রাথমিক শিক্ষাকে অধিকতর বিজ্ঞান ভিত্তিক এবং জনগণের প্রয়োজন উপযোগী করে তোলা হচ্ছে যাতে তারা এ ধরনের শিক্ষা থেকে তাৎক্ষণিক সুফল পেতে পারে।

শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রীগণ যদি যথাযথভাবে তাদের এই মহান দায়িত্ব পালনে তৎপর না হন তবে কোন পাঠ্যসূচী বিন্যাসই এ ক্ষেত্রে কাংখিত সুফল আনতে পারবে না। একই সংগে শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রীদের এই পরিবর্তনের তাৎপর্য এবং শ্রেণীকক্ষে শিক্ষাদানের সময় তার যথাযথ প্রয়োগের কায়দা সম্যকভাবে উপলব্ধি করতে হবে।

বাংলাদেশের মত অনেক উন্নয়নশীল দেশের পরিকল্পনায়ই শিক্ষা পরিকল্পনা কৌশলগত নীতি হিসেবে গণ্য হয়ে থাকে। বিদ্যালয়ে যাওয়ার বয়সী জনসংখ্যার পূর্ণাংগ অংশগ্রহণের লক্ষ্য অর্জনের জন্য শিক্ষা ব্যবস্থায় তালিকাভুক্তির উন্নয়ন তাই আর্থ-সামাজিক অগ্রগতির সাথে ঘনিষ্ঠভাবে সম্প্রৃক্ত। এ জন্যেই শিক্ষাখাত, বিশেষ করে প্রাথমিক শিক্ষা সংক্রান্ত আধুনিক পরিসংখ্যান ও শিক্ষাক্ষেত্রে বিরাজমান পরিস্থিতির অব্যাহত পর্যালোচনা বর্তমান সরকারের সর্বোচ্চ অগ্রাধিকারের বিষয়।

প্রাথমিক শিক্ষা বর্তমান সরকারের কাছে যথাযোগ্য অগ্রাধিকার পেয়েছে। স্বল্প সময়ের মধ্যে দেশে সার্বজনীন সাক্ষরতা অর্জনের জন্য এটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

—বিশেষ নিবন্ধ